আজ লোকসভার নির্বাচন

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ—আজ বুধবার, ১৬ মার্চ। লোকসভার ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৫৭৪টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও কিছু বেশী ভোটার ভোট দিচ্ছেন। এই কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে ফরাক্কা, সুতী, অরঙ্গাবাদ, সাগরদীঘি, জঙ্গিপুর, নবগ্রাম এবং খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের ১৯২১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। তিনটি কেন্দ্রের প্রার্থী সংখ্যা পনের জন। বহরমপুরে আর এস পি, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও নির্দল নিয়ে ৫ জন; মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস, জনতা, মুসলিম লীগ ও নির্দল মিলে ৬ জন এবং জঙ্গিপুরে কংগ্রেস, সি পি এম, মুসলিম লীগ ও নির্দল নিয়ে ৪ জন প্রার্থী ভোটের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন দলের প্রার্থী থাকলেও লড়াই চলছে কংগ্রেস ও বাম জোটের মধ্যে। মর্যাদার লড়াই হচ্ছে বহরমপুরে ত্রিদিব চৌধুরীর (আর এস পি) সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কংগ্রেস)। ভোটদাতারা সকাল সাড়ে সাতটার আগে থেকেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে লাইন দিয়েছেন ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য।

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই হচ্ছে প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ লুৎফল হকের (কং) সঙ্গে বর্ষীয়ান পারলামেনটারিয়ান্ শশাঙ্কশেখর সান্যালের (সি পি এম)। গতকাল কংগ্রেসের একজন নির্বাচনী প্রচার কর্মী, নাম আবদুল হাই মোল্লা, জানিয়েছেন এই নির্বাচনে কংগ্রেস কম করেও ৫০ থেকে ৬০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতবেন। ভোট

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোট গণনা কুড়ি-একুশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ—লোকসভার ভোট গণনা শুরু হবে ২০ মার্চ থেকে, চলবে ২১ মার্চ পর্যন্ত। ২০-২১ মার্চ জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটির অর্থাৎ পুরো জঙ্গিপুর মহকুমার (ফরাক্কা, সুতি, অরঙ্গাবাদ, সাগরদীঘি ও জঙ্গিপুর)

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Regd. No. WB/MSD—4
জঙ্গিপুর সংবাদ
রঘুনাথগঞ্জ ২ চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৩
16 March, 1977
৬৩ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, মূল্য ১৫ পয়সা

জঙ্গিপুরে ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার সম্পর্কে সি পি এম এর অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ মার্চ—জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের জন্য একই নম্বরের ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার সম্পর্কে সি পি এম-এর মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সম্পাদক সত্যনারায়ণ চন্দ্র জানান, গতকাল এই কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যাল, অরুণ ভট্টাচার্য, তাপস রায় এবং বালক মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপারের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলে মীরাদেবী তাঁদের বলেন হাজার তিনেক অতিরিক্ত ব্যালট পেপার এসেছে এবং এগুলি এসে থাকে। কারণ অস্পষ্ট ব্যালট পেপারগুলি বাতিল করে সীল করে রাখা হয় এবং বাড়তি ব্যালট পেপার দিয়ে মেকআপ করা হয়। এ ছাড়াও মহকুমা শাসকের

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ট্রাক ঢোকা বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ মার্চ—বিড়ির পাতা বোঝাই চাউস একটি লরি গতকাল রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ শহরে ঢুকে টেলিফোন লাইনের তারে বেধে যায়। টানা হ্যাঁচড়া করতে গিয়ে লরির শক্তিতে তারগুলি জড়াজড়ি পাকিয়ে যায় এবং শহরের সমস্ত টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে কর্মীদের চেষ্টায় বার ঘণ্টা পর লাইনগুলি মেরামত হয় এবং আজ সকাল থেকে পুনরায় সংযোগ ঘটে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙলা না জানলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ মার্চ—বাঙলা ভাষা না জানলে কি বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভোট গ্রহণ করা যায়? অনুরূপ কারণে ফরাক্কা ব্যারেজের ছ'জন অফিসারকে ভোট গ্রহণের কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এঁরা বাঙলা জানেন না তবু এঁদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় এই ছ'জনকে বাদ দিয়ে ১০ মার্চ নতুনভাবে ছ'জনের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। নতুনদের মধ্যে জঙ্গিপুর কলেজের দু'জন অধ্যাপক আছেন। ১১-১২ মার্চ এঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিখুঁত পুলিশী ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ মার্চ—সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের জন্য জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত নিখুঁত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। জঙ্গিপুরে পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, প্রতিটি বুথে হোমগারড, এন ভি এফ, কনস্টেবল প্রভৃতি মিলিয়ে দু'জন করে পাহারা দেবেন। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে এ, বি, সি, ডি—এই চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। সব চেয়ে বেশী 'ট্রাবল' এ রকম ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 'এ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় থাকে এমন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 'সি' বিভাগের অন্তর্গত।

জঙ্গিপুর মহকুমাকে এবার ৩২টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অস্পষ্ট প্রায় ২৫০ ভোটপত্র বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চ—অস্পষ্ট ছাপার জন্য জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বরাদ্দ ভোটপত্রের মধ্যে প্রায় ২৫০ ভোটপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ২০০০ অতিরিক্ত ভোটপত্র এসেছিল, তার থেকেই এই ২৫০ শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে। ভোটপত্রের ওপর কোন রকম 'পেনসিল' চলে না বলে অস্পষ্ট ছাপা ভোটপত্র বাতিল করতে হয় এবং অতিরিক্ত ভোটপত্র দিয়ে তা পূরণ করতে হয়। ভোটারদের অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

ভোটারদের প্রতি—

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ মার্চ—আগামীকাল লোকসভার সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে অফিস-আদালত চত্বর এবং বাড়ি, অফিস প্রভৃতির দেওয়ালে ভোটারদের প্রতি সরকারী উপদেশ সম্বলিত প্রচুর ছাপানো পোষ্টার শোভা পাচ্ছে। পোষ্টারগুলিতে লেখা রয়েছে:

* আপনার ভোটদান কেন্দ্র কাছেই। কোন প্রার্থীর বা তাঁর এজেন্টের যানবাহন ব্যবহার করবেন না।
* ভোট দেওয়ার সময় কারও প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না। ঘুষ নেবেন না।
* ভোট দেওয়া আপনার কর্তব্য। আপনার সরকার আপনার ভোটেই নির্বাচিত হন।

টেলিফোন: ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
পাট চাষের খরচ কমায়
ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস. ইণ্ডিয়া. ৮৭. লেনিন সরণী. কলিকাতা-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

লোকসভার নির্বাচন

কবি গাহিয়াছেন, 'জীবনের পরম লগন ক'রোনা হেলা'। এই লগ্নকে অবহেলা করেন নাই তাঁহারা যাঁহারা আজ পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মানুষের রায়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। তাঁহারা ভোট প্রার্থী। তাঁহারা নির্বাচিত হইয়া দিল্লীর সংসদকক্ষ আলোকিত করিবেন জনগণ প্রেরিত প্রতিনিধিত্বের ছাপ লইয়া। সে ছাপ আজ ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাগজের উপর পড়িতেছে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে। হাজারে হাজারে মিলিত এই ক্ষুদ্র ছাপের কী অপরিমেয় শক্তি! কাহাকেও হাসাইবে, কাহাকেও বিষণ্ণ করিবে। গণতন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থার এই তো রীতি।

এবারের লোকসভা-নির্বাচনে কিছু বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কোথাও বড় একটা সভা হয় নাই। প্রধান প্রধান স্থানে হইয়াছে মাত্র। ঘন ঘন জনসংযোগ হয় নাই কোন প্রার্থীরই পক্ষ হইতে। তাই মনে হইতেছে, নির্বাচনী প্রচার অভিযানের রূপ বদলাইয়াছে। এই শহরে দিনমানে ২।১ বার চলন্ত গাড়ী হইতে মাইকযোগে যাহা কিছু বলা হয়; আর আছে দেওয়ালপত্র। এমন হইতে পারে, প্রার্থীরা এবারে গ্রামাঞ্চলেই বেশী ঘুরিয়াছেন। প্রকাশিত সংবাদাদি হইতে জানা যায় যে, সব দলই বিশেষতঃ বিরোধী দলগুলি অত্যল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনী সংগঠন ঠিক করিতে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছেন। প্রচারকার্যে অনেক প্রার্থী কর্মীদের উপর ঠিক আস্থা রাখিতে পারেন নাই। আবার হাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় অনেকে কিছুটা সঙ্কুচিত। কেহ কেহ দলীয়-ভাবে চিহ্নিত হইতে নারাজ।

দেশে অশিক্ষার অন্ধকার যতদিন রহিবে, ততদিন ভোটপ্রদান রাজনৈতিক সচেতনতাপ্রসূত না হইয়া ব্যক্তি বিশেষ প্রভাবিত হইবে। বাহ্যতঃ তাহা গণতান্ত্রিক বলিয়া ঘোষিত হইলেও হয় ব্যক্তি প্রভাবতান্ত্রিক। আবার কেহ কেহ ভোটের ব্যাপারে 'রিগিং' ও ভোটের কারচুপির কথাও বলিয়াছেন। যে-কোন প্রকারের 'আণ্ডারহ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' গণতান্ত্রিক আদর্শকে গলা টিপিয়া হত্যা করার সামিল। ইতিপূর্বে মৃত ভোটারের নামে ভোট পড়িতে দেখা গিয়াছে। ভোটার নয়, অথচ তাহাদের এক একটি দল করিয়া অথবা বাহির হইতে আমদানী করা মানুষদের লইয়া ভোট দেওয়ানর চেষ্টা হইয়াছে অনেক জায়গায়। তাহাতে কোথাও সাফল্য আসিয়াছে, কোথাও ধরাও বা পড়িয়াছে। আবার ভোটের বাজিমাৎ করিতে সাম্প্রদায়িকতার জিগির, ধর্মীয় জিগির একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সাবিক সাফল্য আনিয়াছে অনেক ক্ষেত্রেই। রাজনৈতিক দলসমূহ দলীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহা অনেক সময় বরদাস্ত করেন। এই সব অশুভ ব্যবস্থা জাতির নৈতিক দিককে যে কলুষিত করিতে পারে, একথা যাঁহারা আপাত মধুর লাভের জন্য মনে রাখেন না, তাঁহারা দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যচ্যুত হইয়া যে অকল্যাণ ডাকিয়া আনেন, তাহাতে ইতিহাস কোনও দিন তাঁহাদের ক্ষমা করিবে না।

কিছু কিছু রাজনৈতিক দল দ্বিধা, ত্রিধা প্রভৃতি হইয়াছে কিসের জন্য? আত্মস্বার্থ প্রবল হইলে মহৎ আদর্শবোধ, ন্যায়নীতিবোধ মুছিয়া যায়। কেবল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রেই কয়েক হাজার ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার ধরা পড়ার খবর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার কারণ নাই। আরও কোথাও যে হইতে পারে না, কে জানে? ডুপ্লিকেট ভোটপত্র ব্যাপারটি প্রশাসনিক ভাবমূর্তি তথা শাসকদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করিতে পারে। এগুলিও জাতীয় অকল্যাণের দিক। অনুরূপভাবেই ক্ষতিকর বিরোধীপক্ষের ভূমিকা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল না হওয়া, তাঁহাদের মতামতের উপর গুরুত্ব প্রদান না করা এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। নির্বাচিত সর্বদলীয় প্রার্থীদের আজ এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে জাতীয় স্বার্থের দিকে চাহিয়া।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

বন্যেশ্বরে শিবরাত্রি

খুব ছোটতে মা-বাবার সঙ্গে একবার বন্যেশ্বর শিবরাত্রির মেলায় গিয়ে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমার আবছা মনে পড়ে। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ভিড়ের চাপে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আশ্রয় নিয়েছিলাম এক দোকানে। সেই রাত্রে আমাকে খুঁজে বার করার জন্য বাবাকে মাইকের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সেই ঘটনার ২০ বছর পর এবার শিবরাত্রির দিন বন্যেশ্বর মেলায় গিয়ে আমার হারিয়ে যাওয়ার তাৎপর্য খুঁজছিলাম। মেলায় পুণ্যার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়, চারিদিকে কোলাহল। বুড়ো শিব বন্যেশ্বরের মাহাত্ম্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে এই মেলা, হরেক রকমের পসরা সাজিয়ে বসেছে শতাধিক পসারী। বুড়ো শিবের মাথায় মাত্র একবার জল ঢেলে বেশী পুণ্যলাভের আশায় আকুল ভক্ত হৃদয়। মন্দিরের সামনে কলসি, ঘট প্রভৃতি মাথায় নিয়ে বিরাট লাইন। উদ্দেশ্য শিবের মাথায় একটু জল ঢালা। কি তরুণী, কি বৃদ্ধা—ভিড় মেয়েদেরই বেশী। 'জয় বাবা বন্যেশ্বর কী জয়,' 'জয় বাবা বুড়ো শিব কী জয়' ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত। উৎসবমুখর মেলায় রাত্রি জাগরণের নানান্ উপকরণ। তার মধ্যে কীর্তন, যাত্রা উল্লেখযোগ্য। শিবরাত্রির পরদিন এখানে পাঁঠাবলি দেওয়া হয় শিবের বামরূপ মহাকাল ভৈরবের নামে উৎসর্গ করে। যাঁরা মনস্কামনা লাভের আশায় মানত করেন তাঁরাই পাঁঠা উৎসর্গ করেন। অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাবার আশায় যূপকাষ্ঠের পাশে মাটিতে গড়াগড়ি দেন, নাকখত দেন। কেউ কেউ যূপকাষ্ঠের রক্তমাখা মাটি বা রজ খান।

সাগরদীঘি থানার অধীন বিখ্যাত গ্রাম বন্যেশ্বর। আগে এখানে বন ছিল এবং সেই বনের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব। বনের ঈশ্বর বন্যেশ্বর—সেই জন্যে এর নাম বন্যেশ্বর। পুণ্য পীঠস্থানটি গ্রামের বাইরে মরুভূমির মত ধূসর মাঠে অবস্থিত। দু'একটি পুরোনো গাছ সাক্ষী ছাড়া বনের কোন অস্তিত্বই এখন নাই। জায়গাটি পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে। গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শিবলিঙ্গের অবিষ্কার সম্পর্কে একাধিক কিংবদন্তী শোনা যায়। কারো মতে এটা প্রতিষ্ঠিত নয়—অনাদি লিঙ্গ। কেউ কেউ অনুমান করেন বারাণাবত (অধুনা বারা গ্রাম) গ্রাম থেকে পাণ্ডবরা বন্যেশ্বর এসে শিবের পূজার্চনা করতেন। কালের কবলে পড়ে হয়তো শিবলিঙ্গ অথবা মন্দির মাটির নীচে চাপা পড়ে। পরবর্তীকালে সেই বারা গ্রামেরই এক গোয়ালা আবিষ্কার করে শিবলিঙ্গটি জঙ্গলের ভেতর থেকে। যদিও এর সাল তারিখ আজো পাওয়া যায়নি।

গোয়ালার আবিষ্কার সম্পর্কেও এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অভয়পদ রায় লিখিত 'বন্যেশ্বর মাহাত্ম্য' বইয়ের বিবরণী থেকে জানা যায়, প্যারীদাস মোহান্ত নামে এক সিদ্ধ পুরুষ অম্লশূল রোগে ভুগতেন। তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহু ঘুরেও শারীরিক পীড়া সারাতে পারেননি। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি হাজির হন এখানে। রাত্রে বাবার আদেশ হয় সকালে উঠে সামনে যা পাবি তাই খাবি। মোহান্ত সকালে উঠে দেখতে পান একটি গোখরো সাপ। তিনি 'জয় বাবা বন্যেশ্বর' বলে সাপটি দুই হাতে চেপে ধরেন; দেখেন সাপটি কলা হয়ে গিয়েছে। মোহান্ত সেই কলা খেয়ে আরোগ্যলাভ করেন এবং মন্দির থেকে দশ হাত পূর্বে গাছতলায় কুঁড়ে ঘর তৈরী করে বাস করতে শুরু করেন।

প্যারীদাস মোহান্ত কুঁড়ে ঘরে বাস করার সময় লক্ষ্য করেন, বন্যেশ্বরের চার মাইল দক্ষিণে বারা গ্রাম থেকে কালো রঙের একটি গাই রোজ এসে বাবার মাথায় দুধ দিয়ে যায়। গাইটি যার, সেই গোয়ালাও আশ্চর্য হয়ে যেত গাইয়ের দুধের পরিমাণ কমে যাওয়ায়। সে একদিন গোপনে দেখলো গোয়ালঘরে বাঁধা সেই গাইয়ের গলার দড়ি নিজে হতেই খসে পড়ল, গোয়ালঘরের দরজা খুলে গেল এবং গাইটি বেরিয়ে গেল। গোয়ালাও তার পেছন পেছন গিয়ে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কলমে সেকালের নির্বাচন

পুরাতনী

১৯২৬ সালে দাদঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মেম্বার অব লেজিসলেটিভ কাউনসিল (সংক্ষেপে এম-এল-সি) এর নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন গোটা জেলা নিয়ে একটিই কেন্দ্র ছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কংগ্রেসের ব্রজভূষণ সেনগুপ্ত এবং নির্দল প্রার্থী কাশিমবাজার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী।

অবস্থাপন্ন ধনী লোকেরা সেই আমলে টাকা দিয়ে অন্য প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিয়ে নিতেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসন দখল করতেন। দাদাঠাকুর সেই দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যই প্রার্থীরূপে এম-এল-সি'র নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকেও টাকা দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু নির্লোভ এবং তেজস্বী ব্রাহ্মণ কিছুতেই তাতে রাজী হননি।

সাধারণ লোকের মনে 'বিদূষক' দাদাঠাকুরের প্রভাব এত বেশী ছিল যে এই কেন্দ্রের অন্য দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপুল ভোটে হেরে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কলকাতায় বসে কংগ্রেসী নেতারাও প্রমাদ গণছিলেন। তাঁরাও চাইছিলেন দাদাঠাকুর সরে দাঁড়ান। কিন্তু কোন রকমভাবেই যখন দাদাঠাকুরের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের চেষ্টা সফল হ'ল না তখন কংগ্রেসের শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং ছত্রপতি রায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন। শশাঙ্কশেখর সান্যালের ডাকনাম 'সম্বল' এবং ছত্রপতি রায়ের ডাকনাম 'ভোম্বল' বলে দাদাঠাকুর রসিকতা করে বলতেন : 'কংগ্রেসের দুই বল

সম্বল আর ভোম্বল'

(ভোম্বলবাবু অর্থাৎ ছত্রপতি রায় গত সপ্তাহে বহরমপুরে পরলোকগমন করেছেন এবং সম্বলবাবু অর্থাৎ শশাঙ্কশেখর সান্যাল ১৯৭৭ এর লোকসভার নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে সি-পি-এম প্রার্থীরূপে বামজোটের হয়ে লড়ছেন।)

সে যাই হোক দেশপ্রিয় এসে দাদাঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনি গামছা কাঁধে টাউন হলে যাবেন, সেখানে কি লুচির ছাঁদা মিলবে?' প্রত্যুৎপন্নমতি দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন :—

আজ কংগ্রেসেরই ঝাঁক নেমেছে
তবে মোদের কি আর ত্রাস,
ত্যাগের এক এক প্রতিমূর্তি
হার মেনে যান সি আর দাশ।
পূজোর ছুটি আপিস বন্ধ
তাই দিয়েছে গাউনন ঢিল,
খদ্দরেতে কোমর কষে
করতে দখল কাউনসিল।
আজ শরৎ পণ্ডিত গামছা কাঁধে
ঢোকে যদি টাউন হল,
তবে দাদা জেনে রাখুন
এই দেশটির ডাউন ফল।
দেশের লোকে দেশের লোককে
জানেন সবে কমবেশী,
কে কে এদের উদরপন্থী
কে কে খাঁটী কংগ্রেসী।
ছুঁচ যেখানে ঢোকে নাকো
ফাল সেখানে ঢোকান তার,
জেনে রাখুন এঁরা হচ্ছেন
বদ-বুদ্ধির দোকানদার।
গুণের কথা আপনাদের
আর বেশী বলব কি?
আপনারা সব একে একে
ত্যাগে হচ্ছেন দধীচি।

নির্বাচনের বিপরীত রীত

নৃপ নন্দন ভোট রসে রসিয়া
পরিধানে ধুতি খদ্দর কষিয়া
দ্বিজ নন্দন চন্দন পুষ্প করে
অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট করে
যিনি বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণগুরু
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু
নতজানু হয়ে শূদ্র কহে
ছি ছি কি কর ঠাকুর
কি কর হে!
নতজানু হয়ে মম জানু ধরি
তব সূত্র শিখা অপমান করি
ইহকাল তরে পরকাল নিলে
হীরক ফেলি ছিঃ কাচ নিলে
যিনি তস্কর দলপতি দৈত্যগুরু
তিনি বাক্যদানে আজি কল্পতরু
ঘৃণা ব্যঞ্জক শব্দে যে তেনা কহে
সেহ তেনু কাকা বাড়িতে আছ হে?
কত শিক্ষাভিমানীরা ভিক্ষা করে
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য করে
ঠেলি নর্দম কর্দম অর্ধ রাতে
কত মর্দজনে ফিরে ফর্দ হাতে
বক্তৃতা দেয় কেহ মঞ্চ পরে
উত্তর দেয় কভু লোষ্ট্র ছুঁড়ে
আজি কোন্ দলে কোন্ দলে
কোন্দল হে
অহিংস জনে শুনি হিংস নহে
আজি কঙ্গরসে কেন ভঙ্গ রণে
সদা শঙ্কিত কেন এ বিপক্ষগণে।

(বিদ্যাপতি ছন্দে)

ভোটাম্বত

(আমি) ভোটের লাগিয়া, ভিখারী সাজিনু,
ফিরিনু দ্বারে দ্বারে।
'হাঁ' ছাড়া কেউ 'না' বলিল না,
ক্যানভাস করিনু যারে॥
(সব হাঁ করেই রইল দাদা, (আমি) কার হাঁ বলো
বুঝাই কিসে? হাঁ করেই সব রইল দাদা)
(লোকের) মুখের ভাষায়, ফুলিনু আশায়,
জানিনা বুকের ভাষা।
(বুঝি) গাছে তুলে মোরে, মই নিবে কেড়ে,
আশায় খাটিনু চাষা।
(বুঝি) খেটে খেটে খাটোই হনু, আশায় খাটিনু চাষা
ক্যানভাসারের ভাষা, তাতেও পাইনু আশা,
(বলে) সেণ্ট পারসেণ্ট' ভোটই তব।
তাহাতে 'রিলাই' করি, দুহাতে বিলাই কড়ি,
করি অভিনয় অভিনব?
(আমি) নেতা কি অভিনেতা? করি অভিনয়।
(আমি) নেতা কি অভিনেতা?
(হেথা) মালুম করিবে কে তা?
মনে আছে গোপন মতলব।
এইরূপে গতবারে, ফিরেছিলাম দ্বারে দ্বারে,
পেয়েছিলাম এইরূপই 'হোপ্' গো।
(মোরে) ভুলাইয়া প্রলোভনে, ভোট দিল অন্য জনে,
(মোর) 'ডিপোজিট মানি' হলো লোপ গো॥
(আমার মান গেল, 'মানি'ও গেল—
যেন আস্‌মান্ হ'তে পড়লাম দাদা!
আমার আশা-মান দুই চূর্ণ হলো
আস্‌মান্ হতে পড়লাম দাদা)
(আমি) ভোটার-পিরীতি-রীতি বুঝিতে নারি—
দিনু সন্দেশ—চড়াইনু মোটর গাড়ী।
(দিনু) উপরি গুঁজিয়া কিছু, পকেটে আরো।
(বসি) রাখো যদি রাখো দাদা, মারো তো মারো॥
(দিল) 'ব্যালট্ পেপার' হাতে 'পোলিং অফিসার'।
(এরা) কার থেকে কার প্রেমে করে অভিসার!
(মোরে) ভোট তো দিয়েছ দাদা, পুছিনু আসি।
(দেখি) ধীরে ধীরে চলে গেলো মুচকি হাসি॥
(কেহ) বাহির করিল শুধু দন্তপাঁতি।
বুঝিলাম—করিয়াছে দিনে ডাকাতি॥
(আমায় মেরেই যে দিলেরে! খেলে, নিলে,
চড়লে মোটর, মেরেই যে দিলেরে)
এবারে আবার মশাই! দেখাইতে অধ্যবসায়,
নামিয়াছি ভোটের সমরে।
দৈনিক ও সাপ্তাহিকে, এবারে করেছি ঠিকে
যাহে লিখে সবে মোর 'ফরে'॥
(তারাও 'ফরচুন' ফিরাইবে, আমার 'ফরে'
লিখবে যারা, তারাও 'ফরচুন' ফিরাইবে)
(গেছি) চালের দোষে, বেচাল হ'য়ে গতবারে ঠকি।
(এবার) শক্ত 'জকি' পিঠে আমার
তবুও ঠকবো কি?

[আগামী সপ্তাহে সমাপ্য]

মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের অগ্রগতি

তৃতীয় পর্য্যায়

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা বিষয়ে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। সমবেত প্রচেষ্টায় এই জেলা মাত্র ছয় মাসে পরিবার পরিকল্পনার সমস্ত বিভাগে লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানর যে নজীর স্থাপন করেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সেটা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—যা অন্য কোন জেলা পারেনি।

নীচের বিবরণটি এই চরম সাফল্যের প্রমাণ বহন করছে।

ভ্যাসেকটমি

জেলা	শতকরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানর হিসাব
মুর্শিদাবাদ	১১৬·৬
পুরুলিয়া	২৬৫·৯
নদীয়া	২৫৭·০
তমলুক	২৪০·৮
মেদিনীপুর	২৩১·২
বাঁকুড়া	২১৩·৭
হুগলী	২১৩·১
কুচবিহার	১৯৫·৩
পশ্চিমদিনাজপুর	১৯৪·৪
বীরভূম	১৮৯·৭
বর্দ্ধমান	১৮১·৭
বারাসত	১৭৪·৬
জলপাইগুড়ি	১৬০·২
হাওড়া	১৪৩·৯
দার্জ্জিলিং	১৩১·৯
মালদা	১২৫·৫
কোলকাতা	৯৬·০
২৪ পরগণা	৯০·২

টিউবেকটমি

জেলা	শতকরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানর হিসাব
মুর্শিদাবাদ	১০৮·০
বীরভূম	১১৭·৪
কুচবিহার	১০৬·৫
বাঁকুড়া	৯৩·২
মেদিনীপুর	৮৭·৪
হুগলি	৬৭·৮
বর্দ্ধমান	৬৪·৬
কোলকাতা	৬৩·২
নদীয়া	৫৫·১
পুরুলিয়া	৫০·৮
দার্জ্জিলিং	৪৪·৪
জলপাইগুড়ি	৪৪·৪
তমলুক	৪৪·০
বারাসত	৩১·৯
২৪ পরগণা	২৮·২
হাওড়া	২৭·৫
পশ্চিমদিনাজপুর	১৯·৩
মালদহ	১২·১

আই, ইউ, ডি

জেলা	শতকরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানর হিসাব
মুর্শিদাবাদ	১১৮·২
পুরুলিয়া	১৬৮·২
কোলকাতা	৮৩·২
নদীয়া	৬৯·০
মেদিনীপুর	৬২·৬
হাওড়া	৪৭·৮
বর্দ্ধমান	৪২·৮
দার্জ্জিলিং	৪১·৭
বীরভূম	৩৮·৪
হুগলী	৩৮·০
তমলুক	২৩·৭
বাঁকুড়া	২০·৪
বারাসত	১৯·০
২৪ পরগণা	১৪·৫
মালদা	৯·৩
জলপাইগুড়ি	৩·৪
কুচবিহার	২·৯
পশ্চিমদিনাজপুর	১·২

সি, সি ব্যবহারকারী

জেলা	শতকরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানর হিসাব
মুর্শিদাবাদ	৫১২·৮
পুরুলিয়া	৩৭৮·২
হাওড়া	১৭২·৮
কোলকাতা	১৫৫·৭
কুচবিহার	১৩১·২
তমলুক	১২৭·৬
বর্দ্ধমান	১২১·৫
মেদিনীপুর	১০৯·৯
নদীয়া	১০৯·৮
মালদা	১০৮·৩
বীরভূম	১০৭·৬
হুগলী	১০৫·৫
বাঁকুড়া	১০৪·৭
দার্জ্জিলিং	১০১·১
জলপাইগুড়ি	৬৩·১
২৪ পরগণা	৬০·০
বারাসত	৫২·৫
পশ্চিমদিনাজপুর	২৫·৩

এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক বা হ'তে পারে কিন্তু ত্রুটি যদি বা কিছু থাকেই, তাকে শুধুমাত্র সমালোচনা না করে গঠনমূলক নির্দ্দেশের মাধ্যমে আরও ভালভাবে আমরা যাতে জনগণের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারি সেই রকম নির্দ্দেশ দিলে— আমরা সব সময় তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাব।

জেলা স্বাস্থ্য, ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পক্ষে

ডাঃ এস, এন, সিন্‌হা

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত)

জঙ্গিপুরে ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার সম্পর্কে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হেফাজতে কিছু থাকে। পরে সমস্ত ব্যালট পেপার পাঠিয়ে দেওয়া হয় জেলা শাসক অর্থাৎ রিটারনিং অফিসারের কাছে। সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ব্যালট পেপারের তালিকাও পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই তালিকা রিটারনিং অফিসার ও মহকুমা শাসকের অফিসে টাঙানো থাকে জনসাধারণের দেখার জন্য।

সত্যনারায়ণ চন্দ্র আরো জানান যে তাঁদের সন্দেহ জঙ্গিপুরে প্রায় ৩০ হাজার ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার এসেছে। এখানকার প্রার্থী শশাঙ্কবাবু গতকাল বহরমপুরে এ-ডি-এমের সঙ্গে দেখা করে ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার নিয়ে কথা বললে এ-ডি-এম তাঁকে জানিয়েছেন, যে ২৪০০ অতিরিক্ত ব্যালট পেপার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে এসেছে। সি পি এম সূত্রে আজ সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে যে, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের জন্য আট হাজার ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার এসেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। গতকাল জঙ্গিপুরে ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপারের খবর রটে যাওয়ার পর জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ সহ এই কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় সি পি এম-এর বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলের শ্লোগান শোনা যায়: 'জঙ্গিপুরসহ জেলায় জেলায় বাড়তি ব্যালট এল কেন কংগ্রেস সরকার জবাব দাও।' 'জবাব দাও জবাব দাও।'

আজ এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্তকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন ষ্টেটমেন্ট দিতে অস্বীকার করেন। মীরাদেবী বলেন যে এ সম্পর্কে জানতে হলে রিটারনিং অফিসারের কাছে যেতে হবে।

এদিকে আজই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, সি পি এম নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, জঙ্গিপুরে ৪০ হাজার ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার গিয়েছে বলে তারা খবর পেয়েছেন। এ নিয়ে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে সি পি আই (এম) প্রার্থী শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও অন্য কয়েকজন নেতা রিটারনিং অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন। রিটারনিং অফিসার তাঁদের জানান, ২১০০ ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপার তাঁরা পেয়েছেন। সেগুলি যথারীতি নষ্ট করে দেওয়া হবে।

বন্যেশ্বরে শিবরাত্রি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

দেখলো সে উত্তর দিকে গিয়ে একটি বেলগাছের নীচে ঈশ্বরের মাথায় দুধ দিয়ে ফিরে এল এবং তার গলার হড়ি আবার তার গলায় আটকে গেল, গোয়ালঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। পরে বেলগাছতলার সেই জায়গাটি খোঁড়া হয় এবং গৌরীপাটের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ অনাদি লিঙ্গটি আবিষ্কৃত হয়। প্যারীদাস মোহান্ত নিজেই নাকি এ কাহিনী প্রচার করেন। তবে ঠিক কবে আবিষ্কার করা হয় তা জানা যায় না। জনশ্রুতি শোনা যায়, রাণী ভবানী এখানে মন্দির তৈরী করে দেন এবং লাখেরাজ (নিষ্কর) সম্পত্তি দান করে যান এই পুজো চালাবার জন্য। ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা, মন্দিরটি নাকি রাজা কেদার রায়ের তৈরী।

অবশ্য মন্দির কার তৈরী ভক্তরা সেই নিয়ে মাথা ঘামান না। শিবরাত্রির দিন উপোস করে তারা আসেন হাজারে হাজারে বন্যেশ্বরে বুড়ো শিবের মাথায় জল ঢালতে। শিবমাত্রেই বুড়ো; ভরতচন্দ্রের বইতে দুর্গার বর্ণনায় আমরা দেখি: 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ'। কাজেই জনপ্রিয় বন্যেশ্বরকেও ভক্তের দল 'বুড়ো' বলে ডাকেন। বন্যেশ্বরের মন্দিরে গেলেই চোখে পড়ে প্রকৃতিকে ভেদ করে উঠছে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের দৃষ্টান্তরূপী অনাদি শিবলিঙ্গ। ভক্তদের কল্পনায় যার ফলশ্রুতি বিশ্বের তামাম জীবের সৃষ্টি।

টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসন শহরে ১৬ ফুটের বেশী উঁচু মাল বোঝাই লরি ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং পুলিশকে নজর রাখতে বলেছেন। কারণ, নির্বাচনের কাজে টেলিফোন সংযোগ অব্যাহত রাখা খুব জরুরী। নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য ধুলিয়ান, আহিরণ ও জঙ্গিপুরে সাতটি অস্থায়ী টেলিফোন লাইন টানা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিখুঁত পুলিশী ব্যবস্থা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সাব ইনস্পেক্টর, সশস্ত্র পুলিশ প্রভৃতি নিয়ে ৮ জন করে প্রহরী নিয়োগ করা হয়েছে। কয়েকটি আর টি এ ভ্যানসহ এখানে মোট পুলিশ ভ্যান দেওয়া হয়েছে ১৫টি। প্রতিটি ভ্যানে আছেন ১ জন অফিসার, ৪ জন কনস্টেবল, ২ জন সশস্ত্র পুলিশ, ২ জন লাঠিধারী ও ২ জন গ্যাসধারী পুলিশ। এঁরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

নির্বাচন উপলক্ষে পুলিশের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের জন্য রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়িতে ইনফরমেসন সেন্টার খোলা হয়েছে। নির্বাচনের কাজে জঙ্গিপুরে হোমগার্ড এসেছেন ৫৩৮ জন এবং জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুরে পাঠানো হয়েছে ৭১০ জন হোমগার্ডকে।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন- ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

বাঙলা না জানলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লোকসভার নির্বাচনের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৬২৪ জন সরকারী কর্মচারীকে ভোট গ্রহণের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। সকলকে ন্যূনতম তিনবার এবং যতদূর সম্ভব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভড পোলিং পারটিসহ ৪০৬টি পারটি মহকুমার ৩৬৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আজ ভোট গ্রহণ করছেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ৪০টি পারটি ১৪ মারচ রুট চারট মোতাবেকে নিজের নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে রওনা হয়ে যান। বাকীরা রওনা হন গতকাল। ১৩০টি মোটর যান ভোট গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অফিসার এবং কর্মী মিলে মহকুমার ১০০ জন সরকারী কর্মচারী প্রায় দেড় মাস ধরে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভোট গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। ফরাক্কার জলের জন্য এই কেন্দ্রের কিছু এলাকায় এবার প্রথম নৌকায় কর্মীদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে হয়েছে।

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আজ লোকসভার নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাগাভাগি দূরের কথা মুসলিম লীগ এবং নির্দল প্রার্থীদের জামানত জব্দ হয়ে যাবে। কারণ, লোকে জেনে গেছে নির্দল এবং মুসলীম লীগের যে দু'জন প্রার্থী জঙ্গিপুর কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা জিতবেন না—জিতলেও কোন কাজ হবে না। শহরের লোকেরা ভোট সম্পর্কে সচেতন তাই কংগ্রেস কর্মীরা এবার বেশী জোর দিয়েছেন গ্রামের দিকে। কারণ, তাঁদের মতে গ্রামের ভোটারদের মনোভাব সব সময় পরিবর্তন হয়। মোল্লা সাহেব দাবি করেন জেলায় কংগ্রেসের যদি একজনও জেতেন তবে তিনি লুৎফল হক। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান এখানকার কোন কংগ্রেস কর্মী নির্বাচনে বিরোধিতা করেননি। নিজেদের ভেতর যে ঘরোয়া বিবাদ ছিল নিজেরাই তা মিটিয়ে নিয়েছেন।

সি পি এম-এর জঙ্গিপুর নির্বাচনী অফিস সেক্রেটারী পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় গতকাল বলেন যে, এই কেন্দ্রে কংগ্রেসকে ২০ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারাতে পারবেন বলে তাঁরা আশা রাখেন। মুসলিম লীগ তাঁদের কিছু ভোট কাটবে কিন্তু নির্দল প্রার্থী কোন 'ফ্যাক্টর'ই নন, তাঁর জামানত জব্দ হয়ে যাবে। তবে, তিনি বলেন, 'মুসলিম লীগের জামানত জব্দ হয়ে যাবে কংগ্রেসের মত এ কথা আমরা বলছি না।'

দুপুর ১২টা। টেলিফোনে নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জানালেন, এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণের কাজ চলছে। কোথাও কোথাও ২৫ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট পোল হচ্ছে। বারটার পর রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশ কনট্রোল রুম থেকে জানতে পারলাম শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন চলছে।

সকাল থেকে বুথগুলিতে ঘুরে দেখলাম যথারীতি লাইন পড়েছে এবং ভোটদাতারা নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন। প্রতি বুথে কংগ্রেস এবং সি পি এম এর দু'জন করে এজেন্ট রয়েছেন, তাঁরাও ভোটদাতাদের সাহায্য করছেন। রঘুনাথগঞ্জে এবার ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। অথচ ১৯৫২ সাল থেকে তাঁরা ভোট দিয়ে আসছেন। আজ ভোট দিতে গিয়ে তালিকায় নাম না পেয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি থেকে ঘুরে এসে অনেক ভোটদাতা আমাদের কাছে এ অভিযোগ করছেন। দুপুরে মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্তকে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি টেলিফোনে আমাকে বলেন, ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না তা আগ থেকে জেনে নেওয়ার দায় দায়িত্ব ভোটদাতাদের। এখন আর তাঁদের (অর্থাৎ প্রশাসনের) পক্ষে করণীয় কিছু নাই।

বৈকাল দু'টো। এইমাত্র সি পি এম-এর জনৈক কর্মী জানালেন, রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুরে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে একজন সি পি এম কর্মী প্রহৃত হয়েছেন। থানায় খোঁজ নিয়ে জানলাম এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ এখন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়নি।

পুলিশী সূত্রের খবর: আজ রঘুনাথগঞ্জ থানার পানানগরে একজন মুসলমান মহিলা বোরখা পরে ভোট দিতে যান। পোলিং ষ্টাফ মহিলাকে বোরখা খুলে ফেলতে বললে আপত্তি ওঠে এবং সামান্য উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে অবশ্য মহিলাটি ভোট দেন।

ভোট গণনা কুড়ি-একুশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৬৮টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোটগণনা হবে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে। সেজন্য এখানে দুটি গ্যাণ্ডেল তৈরী করা হয়েছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলে ভোটগণনা হবে। কিন্তু পরে সেই সিদ্ধান্ত বদলে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে গণনার ব্যবস্থা পাকা হয়। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাকী দুটি বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ নবগ্রামের ভোটগণনা হবে লালবাগে এবং খড়গ্রামের কান্দীতে। এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ২০৬; জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ৫৭৪। জঙ্গিপুর, লালবাগ এবং কান্দী মহকুমা থেকে গণনার ফলাফল পাঠিয়ে দেওয়া হবে বহরমপুরে ২১ তারিখের মধ্যে। সেখান থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। আশা করা যাচ্ছে ২১ মার্চেই ফলাফল জানা যাবে।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস
ফুলতলা
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।